The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ড তালিকায় বাংলাদেশ

- A Monitor Desk Report Date: 07 January, 2026

ঢাকাঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা বন্ড তালিকায় নতুন করে ২৫ দেশকে যুক্ত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি)স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকায় বাংলাদেশের নামও রয়েছে। এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা আবেদন করতে হলে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ডলার বা প্রায় ১৮ লাখ ৩৪ হাজার টাকা পর্যন্ত জামানত রাখতে হবে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, নতুন করে যুক্ত হওয়া দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই নীতি ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

তালিকাটিতে মূলত আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশকে যুক্ত করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলা ও কিউবাসহ মোট ৩৮ দেশকে এই ভিসা বন্ডের আওতায় রেখেছে মার্কিন প্রশাসন।

নতুন তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নেপাল ও ভুটান।

তালিকায় নতুন যোগ হওয়া অন্য দেশগুলো হলো- আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়া, বারবুডা, বেনিন, বতসোয়ানা, বুরুন্ডি, কাবো ভার্দে, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কোট দিভোয়ার, জিবুতি, ডোমিনিকা, ফিজি, গ্যাবন, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি-বিসাউ, কিরগিজস্তান, মালাউই, মৌরিতানিয়া, নামিবিয়া, নাইজেরিয়া, সাও টোমে ও প্রিন্সিপে, সেনেগাল, তাজিকিস্তান, তানজানিয়া, টোগো, টোঙ্গা, তুর্কমেনিস্তান, টুভালু, উগান্ডা, ভানুয়াতু, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ‘এই সব দেশের পাসপোর্টধারী কোনো নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি যদি বি১/বি২ ভিসার জন্য অন্য সব দিক থেকে যোগ্য বিবেচিত হন, তবে তাকে ৫ হাজার, ১০ হাজার অথবা ১৫ হাজার ডলারের বন্ড জমা দিতে হবে।’

বি১ ভিসা হলো-অল্প সময়ের জন্য ব্যবসায়িক কাজে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান ও বি২ ভিসা হলো- যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটন ভিসা বা আত্মীয়স্বজনের

সাক্ষাতের জন্য।

ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় বন্ডের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে বলেও জানানো হয় প্রতিবেদনে।

এর আগে গত আগস্টে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি দেশের তালিকা নিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ সংক্রান্ত একটি পাইলট কর্মসূচি চালু করে।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরও জানায়, আবেদনকারীদের মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম পে ডট গভ- এর মাধ্যমে বন্ডের শর্তে সম্মতি জানাতে হবে।

মার্কিন সরকার বলেছে, এই বন্ড ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো পর্যটন বা ব্যবসায়িক ভিসায় এসে নির্ধারিত সময়ের বেশি অবস্থান করা থেকে ভ্রমণকারীদের নিরুৎসাহিত করা।

নির্দিষ্ট বিমানবন্দর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
ভিসা বন্ড প্রদানকারী যাত্রীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে তিনটি বিমানবন্দর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন বাংলাদেশিরা কেবল এই তিন বিমানবন্দর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন। বিমানবন্দর তিনটি হলো বোস্টন লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (BOS), জন এফ কেনেডি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (JFK) ও ওয়াশিংটন ডুলস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (IAD)।

এই নির্ধারিত পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে প্রবেশ বা বের হলে বন্ডের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে, যা টাকা ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করবে।

এই নিয়মের ফলে বাংলাদেশিদের জন্য মার্কিন ভিসা পাওয়া আরও ব্যয়বহুল ও জটিল হয়ে উঠবে।

-B